স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ করেছে সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারে ১০০ জন দুস্হ নারী-পুরুষের মাঝে ওই স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোব, সাবান বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান কচি, সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, এটিএন বাংলা প্রতিনিধি রফিক রহমান, দৈনিক সময়ের সমীকরণের নির্বাহী সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি কামাল উদ্দিন জোয়ার্দার, ৭১ টিভির জেলা প্রতিনিধি এম এ মামুন, জিটিভির জেলা প্রতিনিধি রিফাত রহমান, সাংবাদিক সমিতির কার্যনির্বাহি সদস্য জহির রায়হান সোহাগসহ, সনজিত কুমার, পলাশ উদ্দিন, আহসান আলম, মফিজ জোয়াদ্দার, রেলবাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহবায়ক সেলটন জোয়ার্দার, সদস্য ফারুক হাসান মালিকসহ অন্যরা।

এ সময় উপস্হিত অসহায় মানুষকে জানানো হয়, মুখ মন্ডলে হাত দেওয়ার আগে ও খাবার আগে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে। মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। অযথা বাড়ি বের না হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যুবক এখন করোনামুক্ত

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ইতালি ফেরত যুবক

ভাইরাসমুক্ত হওয়ায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ওই যুবককে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তার সাথে একই হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে থাকা ওই যুবকের পিতাকেও কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, গত ১২ মার্চ ওই যুবক ইতালি থেকে বাংলাদেশে আসেন। পরে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে ১৬ মার্চ তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

পরে গত ১৯ মার্চ পরীক্ষা করে তাকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে শনাক্ত করে আইইডিসিআর। ২৬ বছর বয়সী ওই যুবকের পিতার নমুনাও পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তিনি করোনা আক্রান্ত নন বলে জানায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

সর্বশেষ গত ২৫ ও ২৯ মার্চ দু’দফা পরীক্ষা করে আইইডিসিআর থেকে জানানো হয় দু’দফা পরীক্ষাতেই ওই যুবকের করোনা ভাইরাসমুক্ত হিসেবে রিপোর্ট এসেছে। এ অবস্থায় ওই যুবককে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করে আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, দুবারের পরীক্ষায় ওই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের আর কোনো উপস্থিতি না থাকায় তাকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনে সুস্থ থাকার উপায়

মহামারি করোনাভাইরাস তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। দেশে দেশে চলছে লকডাউন৷ সংক্রমণ ঠেকাতে সবাইকে বলা হচ্ছে বাসায় থাকতে৷ কিন্তু এই অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার উপায় কী?

১) দিনের নিয়ম ঠিক রাখুন

বাসায় বসে অফিস করুন, বা ছুটিই কাটান, স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বের হয়ে গেলে শরীর-মনে তার বাজে প্রভাব পড়তে পারে৷ ফলে শরীরের ঘড়ি ঠিক রাখার জন্য সঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা, গোসল করা, খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷

২) সুষম খাবার খান

এই সময়ে কেবল শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও চাঙ্গা থাকা দরকার৷ তাই শুধু সুস্বাদু নয়, বরং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম, এমন খাবার বেশি করে খান৷

৩) ঘুমের ওপর গুরুত্ব দিন

বাসার বাইরে যেতে হচ্ছে না বলেই ইচ্ছে মতো রাত জাগা বা দেরি করে ওঠা আপনাকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে৷ ফলে ঠিক সময়ে ঘুমাতে যান, ঠিক সময়ে উঠুন৷ ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিন৷

৪) ব্যায়াম করুন

বাসার বাইরে বের না হওয়া মানে স্বাভাবিক হাঁটাচলাও বন্ধ হয়ে যাওয়া৷ ফলে বাসাতেই ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে নিন৷ প্রয়োজনে ইউটিউবের সাহায্য নিয়ে নতুন কিছু যোগাসনও শিখে নিতে পারেন৷ এতে শরীর থাকবে চাঙ্গা, মন থাকবে ফুরফুরে৷

৫) বিকল্প সামাজিক যোগাযোগ

বাইরে গিয়ে সশরীরে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও অনলাইনেই বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিন৷ তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে আমরা এমনিতেই অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত৷ এর পুরো সুবিধা নেয়ার সময় এখনই৷

৬) শখের সময়

অনেকের অনেক ধরনের শখ থাকে৷ কেউ বাগান করতে পছন্দ করেন, কেউ গান গাইতে, কেউ ছবি আঁকতে৷ এ সময়ে নিজেকে আরো ঝালিয়ে নিন৷ লকডাউন শেষ হতে হতে হয়তো আপনি দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন৷

সূত্র- ডি ডব্লিউ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফ্লোরা সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, অতি দুঃখের সঙ্গে বলছি, করোনায় আক্রান্ত একজন মারা গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ওই ব্যক্তির বয়স ছিল ৭০ বছরের ওপরে এবং তিনি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিসহ আরো বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি বলেন, এই রোগী একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দশজন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। গতকাল তাঁর অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আজ সকালে তিনি মারা গেছেন। তিনি জানান মৃত এই ব্যক্তিকে দাফন করা হবে। সূত্র- পূর্বপশ্চিম

মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, করোনায় মৃত এই ব্যক্তির দাফন হবে ‘বিশেষ প্রক্রিয়ার’ মধ্যদিয়ে। আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্যাকেট করে দেবেন এবং পরিবহনের ব্যবস্থাও করবে। মৃত ব্যক্তির লাশ প্যাকেট করার আগে আমরাই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, গোসল করিয়ে দেব। এরপর কাফনের কাপড় পড়িয়ে প্যাকেট করা হবে। সেই প্যাকেট কোনও অবস্থাতেই কেউ খুলতে পারবে না। প্যাকেট খুলে আত্বীয়-স্বজন লাশের মুখ দেখার সুযোগ নেই।

ফ্লোরা বলেন, লাশ প্যাকেট করার পর তা খোলা হলে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এতে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তাই যেভাবে আমরা প্যাকেট করে দেবো সেভাবে আমাদের লোক দিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনায় কবর দেওয়া হবে।

মৃত এই ব্যক্তির জানাজায় অংশ নিতে বাধা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাভাবিক ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, একজন মৃত ব্যক্তির জন্য যে ধরনের জানাজার প্রয়োজন হয় তাতে অংশ নিতে কোনো বাধা নেই। লাশ সামনে রেখে জানাজা পড়া যাবে এবং তাতে অংশ নেওয়া যাবে।

আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী, তিনজন পুরুষ। দুইজন ইতালি থেকে এবং একজন কুয়েত থেকে এসেছে। এছাড়া একজন ইতালি থেকে আসা একজনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ জন।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলে ১৪দিন হোম কোয়ারেন্টিন করতেই হবে। সেই নির্দেশনা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]

তবে সাংবাদিক আরিফের স্ত্রী মোস্তারিমা সরদারের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে একদল লোক দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ‘তুই খুব জ্বালাচ্ছিস’ বলে আরিফুলকে পেটাতে থাকে। এ সময় তাকেও গালাগাল করা হয়। একপর্যায়ে কয়েকজন মিলে টেনেহিঁচড়ে আরিফকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে জামাও পরতে দেয়া হয়নি। সকালে তিনি জানতে পারেন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে আরেক দফা মারধরের পর সাজানো অভিযোগে আরিফুলকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে শনিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কেএম তারিকুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানাকে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রোববার সকালে জানিয়েছিলেন, বিভাগীয় প্রতিবেদনটা আমাদের কাছে আসবে। সেটি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা পদক্ষেপ আমরা নেব। দুপুরের পর হয়তো যে সিদ্ধান্ত নেয়ার আমরা নিতে পারব।

স্থানীয়রা জানান, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিউজ করার পর থেকেই ডিসি আরিফের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা সুলতানা ২০১৮ সালের ৩ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ডিসির দায়িত্ব নেন।

এদিকে কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা রোববার সাংবাদিক রিগানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাদণ্ড দেয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনও হয়েছে।

করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের উপায়

চীনে নতুন করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাড়ছে আতঙ্ক। গত ডিসেম্বর থেকেই এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে চীনে। এটি অনেকটা সার্স ভাইরাসের মতো মানুষের মৃত্যু ডেকে আনছে।

ভাইরাসটি নিউমোনিয়া ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং তারপর অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় সাড়া দেয় না। ভাইরাসটিতে সংক্রমণের লক্ষণ হচ্ছে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। এছাড়া জ্বর ও মাথাব্যথাও হতে পারে। এসব সমস্যা কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের মানুষ, বয়স্ক ও শিশুদের এই ভাইরাসে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো শ্বাসনালীর সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বিপদ এ কারণে যে, এর নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বিশেরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো আপনা আপনি চলে যায়। চিকিৎসকরা ব্যথা বা জ্বরের ওষুধ দিয়ে উপসর্গগুলো থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন। গরম পানিতে গোসল গলাব্যথা বা কাশি থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হতে পারে।

এ সময় প্রচুর তরল পান করুন, বিশ্রাম নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান। রোগের উপসর্গগুলো যদি সাধারণ ঠান্ডার তুলনায় বেশি কিছু বলে মনে হয় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

নতুন করোনা ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য কোনো ভ্যাকসিন নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। মার্স ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট নতুন করোনা ভাইরাসটির ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজ করছে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ভ্যাকসিন নিয়ে আসতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।
আপাতত প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এই ভাইরাস বহন করছেন তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, সবসময় সাবান দিয়ে হাতে ধোয়া; অন্তত ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে।

সচেতন থাকাটাই মূল বিষয়। হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে

রাখুন। বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করুন। পোষা প্রাণি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। অনেক সময় এটি মানুষের জন্যও প্রাণঘাতী রোগের কারণ হতে পারে।

মেপ্র/আরপি

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তিন জন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত তিনজনের মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-আইইডিসিআর।

আক্রান্তদের মধ্যে দুজন পুরুষ, একজন নারী; তিনজনই বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে দুজন ইতালির দুটি শহর থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। এদের মধ্যে একজনের সংস্পর্শে আসায় পরিবারের আরেক সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা রোববার আইইডিসিআরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেন, “তাদের সবার অবস্থাই স্থিতিশীল। তিনজনকেই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।”

ওই তিনজনের সংক্রমণের বিষয়ে শনিবার নিশ্চিত হওয়ার কথা জানিয়ে অধ্যাপক ফ্লোরা বলেন, “দুজন দেশে আসার পর তাদের উপসর্গ দেখা দেয়। আমাদের হটলাইনে ফোন দিলে আমরা তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠাই। সেখানে দুজনের পজেটিভ আসে।

“তাদের কন্টাক্টে থাকা চারজনকে পরীক্ষা করেছি। একজন পজেটিভ। বাকিরা নেগেটিভ এসেছে।”

নভেল করোনাভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এর লক্ষণ শুরু হয় জ্বর দিয়ে, সঙ্গে থাকতে পারে সর্দি, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা ও শরীর ব্যথা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেখা

দিতে পারে শ্বাসকষ্ট। উপসর্গগুলো হয় অনেকটা নিউমোনিয়ার মত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হলে এ রোগ কিছুদিন পর এমনিতেই সেরে যেতে পারে। তবে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের পুরোনো রোগীদের ক্ষেত্রে ডেকে আনতে পারে মৃত্যু।

নভেল করোনাভাইরাস এর কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো তৈরি হয়নি। ফলে এমন কোনো চিকিৎসা এখনও মানুষের জানা নেই, যা এ রোগ ঠেকাতে পারে। আপাতত একমাত্র উপায় হল, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এ ভাইরাস বহন করছেন- তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।

চিকিৎসকরা বলছেন, সংক্রমণ এড়াতে চাইলে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভালো। সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও নিরাপদ রাখতে হবে।

গত ডিসেম্বরের শেষদিকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়, যা ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় ১০০ দেশ ও অঞ্চলে।

বিশ্বজুড়ে ১ লাখ ৫ হাজারের বেশি মানুষ এ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে; মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৫৯৫ জনের।

এর আগে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইতালিতে সাতজন বাংলাদেশি নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে এই প্রথম কারও মধ্যে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়লো।

মেপ্র/আরপি

গাংনীর নাজমুলের সেরা সাংবাদিকতা সম্মাননা পুরুষ্কার লাভ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদ। দুপুরে

তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির মাদক বিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার হাতে ক্রেষ্ট, সনদ ও আর্থিক সম্মানার চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জান খান।

১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত মাদক বিরোধী ও সচেতনতামূলক রিপোর্ট আহ্বান করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এর মধ্যে যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদের দুটি বিষয়ের উপর মোট ছটি প্রতিবেদন বিচারকদের নজরকাড়ে এবং তাকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

২০১৮ সালে দেশের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের উত্থান, ভবিষ্যত অগ্রযাত্রা, সীমাবদ্ধতা ও নানা অনিয়ম নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনে চার পর্বের রিপোর্ট প্রচারিত হয়।

এরপরই যমুনা টেলিভিশনে চলে আসেন এ রিপোর্টার। এর পরে কাজ করেন মাদকাসক্ত চালকদের নিয়ে। তিনি অনুসন্ধান করে বের করেন চালকদের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তিনি তার প্রতিবেদনে দেখান, কিভাবে চালকরা মাদক গ্রহণ করে চালকের সিটে বসেন। এই রিপোর্ট দুটি ২০১৮ সালে প্রথম আলো মাদক বিরোধী সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিক্রিয়ায় নাজমুল সাঈদ বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের বড় ধরণের ভুমিকা রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এসব মাদকবিরোধী প্রতিবেদন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রতিবেদন আরও করা হবে বলে জানান তিনি।

২০০৬ সালে সাংবাদিকতা শুরু করা নাজমুল সাঈদ দৈনিক আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি, অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলামেইল টোয়েন্টিফোর ডট কম, দ্য রিপোর্ট২৪ ডটকম, বৈশাখী টেলিভিশনে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি যমুনা টেলিভিশনে ক্রাইম বিভাগে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত আছেন।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরের ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার। দেশপ্রেম, ভাষা প্রেম, নাগরিক চেতনা গড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা একুশে ফ্রেব্রুয়ারির চেতনা থেকে দুরে থেকে যাচ্ছে।

একুশ পেরোনোর ৬৮ বছর পরেও সেই অব্যক্ত ক্ষুধা থেকেই যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে জেলা প্রশাসন থেকে আগামি বছর জেলার সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতা মুলকভাবে শহীদ মিনার বাস্তবায়ন করার কথা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ রয়েছে ১৬৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩০৮টি এবং কিন্ডার গার্টেন রয়েছে ১৬৯টি। সব মিলিয়ে ৬৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ জেলায়। এর মধ্যে মাত্র ৪৯টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে। প্রাইভেট ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠান গুলোর একটিতেও নাই শহীদ মিনার।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজে মাদ্রাসা, ভোকেশনাল ও স্কুল এন্ড কলেজ রয়েছে ১৬৮টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৯টি, কলেজ রয়েছে ৪টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১১টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ১২টি শহীদ মিনার রয়েছে।

গাংনী উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৫টি, কলেজ রয়েছে ৮টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১০টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ২০টিতে শহীদ মিনার রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬টি, কলেজ রয়েছে ২টি, মাদ্রাসা রয়েছে ৪টি, ভোকেশনাল ১টি। এর মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে।

এদিকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের চিত্র আরো করুণ। জেলার তিন উপজেলায় ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলার ১০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টিতে, গাংনীতে ১৬১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টিতে এবং মুজিবনগর উপজেলায়৩৮টির মধ্যে ১টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে।

জেলা জাসদের সভাপতি ওমর আলী জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহীদ মিনার না থাকা অত্যন্ত দু:খজনক ও লজ্জাস্কর। বর্তমান সরকারের দ্রুত এ দিকে নজর দেওয়া উচিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহা. ফজলে রহমান বলেন, ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। বিদ্যালয় গুলোতে ভবন নির্মানের প্রকল্পে শহীদ মিনার নির্মান ট্যাগ করে দিলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মান করা সম্ভব ।
জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আমান উদ্দিন মন্ডল বলেন, জেলার এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নাই সেটি বোধগম্য নয়। আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন মহলকে জানানো হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, শতকরা ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই এটি খুবই দু:খজনক। ইতিপূর্বে বিষয়টি অনুধাবন করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে জেলা পরিষদ থেকে বেশ কিছ’ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরি জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদে প্রকৌশলী না থাকায় সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামি বছরের ২১ শে ফেব্রুয়ারির আগেই জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার গড়ে তোলা হবে।